বিশ্ব ডাক দিবস'৯৬

World Post Day'96

ডাক, যোগাযোগের সেরা মাধ্যম

The Post, the best choice

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ৯ই অক্টোবর যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব ডাক দিবস' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নিজস্ব অবস্থান সুসংহত করায় এই দিবসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক ডাক আদান-প্রদানের সুবিধার্থে ১৮৭৪ সালের এই দিনে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ণ শহরে ইউরোপের বাইশটি দেশ একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল জেনারেল পোস্টাল ইউনিয়ন। এই সংস্থা এখন 'বিশ্ব ডাক সংস্থা' নামে পরিচিত। এই সংস্থার ছত্রছায়ায় সকল দেশে সর্বাবস্থায় ডাক চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং পৃথিবী পরিণত হয়েছে এক 'ডাক গ্রাম'-এ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কার্যকালে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্ব ডাক সংস্থার সদস্যভুক্ত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ সংস্থার কার্যক্রমে প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছে।

আমি আশা করি, যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে, সামাজিক উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বাহক হিসেবে ডাক বিভাগের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে ব্যাপকতর হবে। আমি 'বিশ্ব ডাক দিবস'-এ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ আয়োজিত সকল কার্যক্রমের সার্থকতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চিঠি-পত্র দ্রুত পেতে হলে আপনার এবং প্রাপকের পূর্ণ ঠিকানা ও পোষ্ট কোড নম্বর লিখুন।

বিদেশে চিঠি-পত্র দ্রুত পাঠাতে ডাক বিভাগের "ই,এম,এস" ব্যবহার করুন।

Courtesy:
Agrani Bank
Janata Bank
Sonali Bank

জনসেবায় বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

এম. বদিউজ্জামান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একটি সেবামূলক বিশাল প্রতিষ্ঠান। ১৮৫৪ সালের পোষ্ট অফিস আইন বলে স্থাপিত এ বিভাগের কার্যক্রম ১৮৯৮ সনের পোষ্ট অফিস আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ডাক বিভাগ সারা দেশে বিস্তৃত ৮,৯২৩টি ডাকঘরের মাধ্যমে জনসাধারণকে ডাকসেবা প্রদান করে আসছে। ডাক বিভাগের ৩৬,০০০ বিভাগীয় ও অবিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী এ কাজে নিয়োজিত আছেন।

চিঠিপত্র, পার্শ্বেল, মনি অর্ডার গ্রহন, প্রেরণ এবং বিলির মূল কার্যাদি সম্পাদন করা ছাড়াও ডাক বিভাগ নিম্নোক্ত এজেন্সী সার্ভিস সমুহ সম্পাদন করে থাকে ঃ-

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক

ডাক জীবন বীমা

রেডিও লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন

যানবাহন কর ও যানবাহন আয়কর আদায়,

ডাক টিকেট, রাজস্ব টিকেট, শুল্ক ষ্ট্যাম্প, নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প, বিড়ি ব্যানডারোল বিক্রয়,

ষ্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিক্রয়

ইনকাম ট্যাক্স ফরম বিক্রয়

সকল ধরনের ষ্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ

পে-ফোন কার্ড বিক্রয়

মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন, ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ গড়ে প্রতি বছর প্রায় ২৮ কোটি ডাকদ্রব্য গ্রহণ ও বিলি করে থাকে। বিদেশ হতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১ লক্ষ চিঠি বিমান ডাকযোগে বিভিন্ন স্থানে বিলির জন্য বিমান বন্দরে অবস্থিত এয়ারপোর্ট সার্টিং অফিসে পাওয়া যায় এবং প্রায় ৯৫ হাজার ডাকদ্রব্য বিমানযোগে বাংলাদেশ হতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েল ব্যতীত বিশ্বের অন্য সব দেশের সাথে বাংলাদেশের ডাক যোগাযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের আমলে ১৯৭৩ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ব ডাক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ১৯৭৬ সাল থেকে আঞ্চলিক ডাক সংস্থা, এশিয়া প্যাসিফিক পোষ্টাল ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ ডাক সংস্থার সদস্য হিসাবে বিভিন্ন মিটিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করে মূল্যবান অবদান রেখে আসছে।

বর্তমানে বহির্বিশ্বের নিম্নোক্ত ১৩টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মনি অর্ডার সার্ভিস চালু রয়েছে ঃ-

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, সিংগাপুর, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইয়েমেন, মাল্টা, সংযুক্ত আরব আমীরাত এবং মালদ্বীপ।

উপরোক্ত ১৩টি দেশে কর্মরত বহু প্রবাসী বাঙ্গালী সহজে বাংলাদেশে তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ডাকযোগে মনি অর্ডারের মাধ্যমে কষ্টার্জিত অর্থ প্রেরণ করে থাকেন।

ডাক বিভাগ প্রতি বছর গড়ে প্রায় দু'শো কোটি টাকার প্রায় ৩ লক্ষ বৈদেশিক মনি অর্ডার বিলি করে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে এ সার্ভিস চালু করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত অভ্যন্তরীণ মনি অর্ডার বাবদ ডাক বিভাগ প্রতি বছর প্রায় ৪৩ লক্ষ মনি অর্ডারের মাধ্যমে তিনশো কোটি টাকা প্রাপকদের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়। এ সার্ভিস দ্রুততর করার লক্ষ্যে জিইপি মনি অর্ডার নামে একটি নতুন সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

ডাক সার্ভিসের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রতি সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে বর্তমানে সারা দেশে ৮,৯২৩টি ছোট বড় ডাকঘরের মাধ্যমে জনগণকে ডাকসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে প্রতি বছর নতুন নতুন পোষ্ট অফিস খোলা হচ্ছে। চলতি ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরেও আরও ১৫০টি নতুন পোষ্ট অফিস খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। গ্রামীণ ডাক সার্ভিসের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মোট ১০৫টি গ্রামীণ ডাকঘর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও গত অর্থ বছরে ৫টি প্রধান ডাকঘর, ৩টি থানা ডাকঘর, ৩টি টাউন সাব-অফিস ভবন সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সুষ্ঠু ডাক সার্ভিসের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী। প্রশিক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়নকল্পে রাজশাহী ও কুমিল্লা ডাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ঢাকা ডাক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য সাভারে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার পথে। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রশাসনিক অফিস ভবন নির্মাণ, ঢাকা জিপিও ও বিভিন্ন থানা ডাকঘর ভবন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। বর্তমান অর্থ বছরে ১১টি নতুন প্রধান ডাকঘর সম্প্রসারণ, ৪৫টি নতুন থানা ডাকঘর ও ৬৫টি নতুন ডাকঘর নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হবে।

ডাক সার্ভিস আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যথা, উন্নত মানের ফ্রাংকিং মেশিন, ওজন যন্ত্র, ষ্ট্যাম্প ক্যানসেলিং মেসিন ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ প্রক্রিয়া চালু থাকবে। ডাক দ্রুত পরিবহন ও বিলির জন্য হালকা ট্রাক, স্কুটার ভ্যান ও মোটর সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে। তা ছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরী এবং সিলেট ও খুলনা বিভাগীয় শহরে ডাক সার্ভিসের চাহিদা মেটাতে সম্প্রতি ৫টি নতুন ভ্রাম্যমান পোষ্ট অফিস চালু করা হয়েছে। শীঘ্রই ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক ও ডাক জীবন বীমা হিসাব কাজ কম্পিউটারায়ন করা হবে।

জনগণের বাণিজ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে চিঠিপত্র দ্রুত আদান-প্রদানের জন্য গ্যারানটেড এক্সপ্রেস পোষ্ট বা জি. ই. পি., আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস বা ই. এম. এস. এবং ইলেকট্রনিক মেইল সার্ভিস ইন্টেলপোষ্ট বা ফ্যাক্স সার্ভিস চালু করা হয়েছে। দেশের মোট ১৬১টি ডাকঘরের মাধ্যমে জিইপি সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৪৫টি দেশের সাথে বাংলাদেশের ইএমএস সার্ভিস এবং ২০টি দেশের সাথে ইন্টেলপোষ্ট সার্ভিস চালু রয়েছে।

দ্রুত ডাক পরিবহন নিশ্চিত করার প্রয়োজনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পথে বিভাগীয় যানবাহনের মাধ্যমে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ডাকঘর সেভিংস ব্যাংক এবং সঞ্চয় পত্র স্কীম হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির দু'টি অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম। গত অর্থ বছরে এ খাতে মোট জমির পরিমাণ ছিল ১,২২৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। ডাক জীবন বীমার জনপ্রিয়তা বাড়ছে এবং এ ব্যবসা ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। গত অর্থ বছরে ১০৪ কোটি টাকা মূল্যের ১৯,৭৫১টি নতুন পলিসি বিক্রয় হয়েছে।

দেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য এবং দেশ বিদেশের বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেশ-বিদেশের জনগণের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ প্রতি বছর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপুর্ণ বহু বিষয়ের উপর স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করে আসছে। এ বছর এরূপ ১৪টি বিষয়ের উপর স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করার কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতার ২৫তম বার্ষিকী, শহীদ আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বিশ্বকাপ ক্রিকেট-৯৬, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, অলিম্পিক আটলান্টা'৯৬, মওলানা আকরাম খাঁ এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এর স্মরণে স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করা হয়েছে এবং বাকী আরও ৬টি বিষয় যথা, বাংলাদেশের শিশুদের আঁকা ছবি, জাতীয় চার নেতার জেল হত্যা দিবস, বাংলাদেশের গবাদি পশু সম্পদ, ইউনিসেফের ৫০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, শহীদ বুদ্ধিজীবী (৫ম পর্যায়) ও বিজয় দিবসের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করা হবে।

এম. বদিউজ্জামান

ডাক টিকেট সংগ্রহ পৃথিবীর সব দেশে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সখ। টিকেট সংগ্রাহকদের সুবিধার্থে বড় বড় ডাকঘরে ফিলাটেলিক ব্যুরো বা কাউন্টার রয়েছে। ডাক টিকেট সংগ্রহ জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে ডাক টিকেট প্রদর্শনী, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এতে নতুন প্রজন্ম অত্যন্ত উৎসাহিত হয়। ভবিষ্যতে আরও ডাক টিকেট প্রদর্শনীর আয়োজন করার কর্মসূচী হাতে নেয়া হচ্ছে।

ডাক বিভাগের বিশাল কর্মকান্ডের মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। সাধারণতঃ চিঠিপত্র দেরীতে বিলি, খোয়া যাওয়া, মনি অর্ডার বিলম্বে বিলি অথবা না পৌছানো, চেক ড্রাফট চুরি যাওয়া ইত্যাদি অভিযোগ মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। এ সব অভিযোগের বিষয় ডাক বিভাগ অত্যন্ত সক্রিয়, প্রতি ক্ষেত্রে তদন্ত করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিদেশ থেকে মূল্যবান দ্রব্যাদি যথা, চেক, ড্রাফট, নোট ইত্যাদি আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী বীমা ডাকে পাঠাবার কথা অথচ প্রায়ই দেখা যায় এগুলো সাধারণ ডাকে পাঠানো হচ্ছে। তাছাড়া যেখানে টাকা পাঠাবার জন্যে পোষ্টাল মনি অর্ডার বা জাইরো মনি অর্ডার ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেখানে টাকা-পয়সা অবশ্যই এ পথে পাঠানো সমীচীন। চিঠিপত্রে সঠিক এবং পূর্ণ ঠিকানা লেখা বিলির পূর্বশর্ত। বিজ্ঞ গ্রাহকদের সহযোগিতা পেলে অভিযোগ অনেকাংশে কমে যাবে বলে আমরা আশা রাখি।

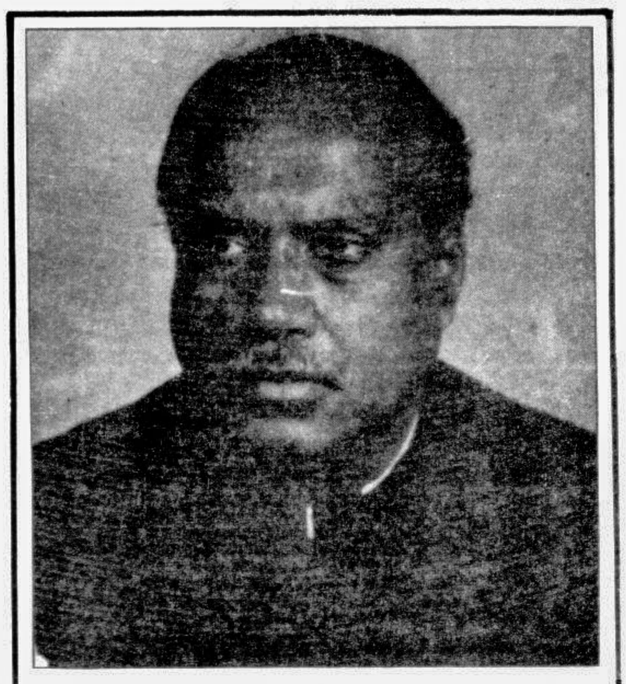

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী আগামী দিনগুলোতে উন্নততর ডাক সার্ভিস প্রদান এবং সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ ও দেশের উন্নয়নে তার ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালন করে যাবে এ দৃঢ় আশাবাদ আমাদের রয়েছে। নতুন শতাব্দীর উষালগ্নে আমরা আরও গতিশীল, আরও গণমুখী ডাক সার্ভিস গড়ে তোলায় সচেষ্ট রয়েছি।

বাণী

সমাজ ও জীবনের চালিকা শক্তি হচ্ছে যোগাযোগ, বিশ্ব ডাক দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে এই শ্বাশ্বত সত্যকেই আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি। ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশ্ব ডাক সংস্থার নেতৃত্বে গড়ে তুলেছে এক আন্তর্জাতিক ডাক ব্যবস্থা। পত্র পত্রিকা আর প্যাকেট পার্শ্বেলের অবাধ আদান প্রদানে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার সহজতর হয়ে পৌছে গেছে জনসাধারণের দোরগোড়ায়।

একদল নিবেদিত কর্মী ১৮৭৪ সালে সুইজারল্যান্ডে সহযোগিতা আর প্রজ্ঞার যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তার সূত্র ধরে দেশ বিদেশের ডাক প্রশাসন এই সহযোগিতাকে আরো প্রসারিত এবং পল্লবিত করে চলেছে। বিজ্ঞানের এ অগ্রগতির যুগে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক এবং উপগ্রহ প্রকৌশল। কিন্তু সাধারণ ডাকের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সেজন্য খর্ব হয়নি। আমাদের জন্য প্রয়োজন চিরাচরিত ডাক সার্ভিসের কর্মকান্ডের কৌশলগত উন্নয়ন এবং সেবার মান ও পরিধি দেশের বিকাশমান অর্থনীতির প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে গড়ে তোলা। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। এটাই আমাদের আজকের দিনের প্রত্যাশা। ডাক বিভাগের সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এম, এম, রেজা

সচিব

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব ডাক দিবস '৯৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ডাক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ১২২ বছর আগে ডাক বিশেষজ্ঞদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথা এই দিনটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে অনেক ঐতিহাসিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে এই শতাব্দী। বিজ্ঞানের বদৌলতে পৃথিবী ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততম ডাক সার্ভিসের চাহিদা বাড়ছে দিন দিন। প্রযুক্তির উন্নয়ন আর প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে আমাদের ডাক সার্ভিসকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার সময় এসেছে।

জনগণকে উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে সরকার বদ্ধপরিকর। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে আমি নিজেকে ডাক সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ভাবতে গর্ব বোধ করি। আমি নিশ্চিত যে, ডাক বিভাগ সরকারের কাছ থেকে সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে থাকবে।

বিশ্ব ডাক সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। কঠোর পরিশ্রম, ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা নিয়ে ডাক বিভাগের ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে ক্রমবর্ধমান গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে তাঁরা সক্ষম হবেন, আমি এই প্রত্যাশা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

মোহাম্মদ নাসিম

মন্ত্রী

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার